অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকের করণীয়

আসছে রবি মৌসুম নানা রকম শাকসবজি ও ফসলের পসরা সাজিয়ে। ঋতু বৈচিত্র্যে ভরা বাংলাদেশের এ মৌসুমে দেখা যায় সবজি ও ফসলের বৈচিত্রময় সম্ভার। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত শীতকালীন ফসল ও সবজির বিভিন্ন জনপ্রিয় জাতের সাথে।

গম: গম গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই কর্তৃক এ পর্যন্ত ৩০টি গমের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এদের মধ্যে সৌরভ (বারি গম-১৯), গৌরব (বারি গম-২০), শতাব্দী (বারি গম-২১), সুফী (বারি গম-২২), বিজয় (বারি গম-২৩) প্রদীপ (বারি গম-২৪) বারি গম- ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ অন্যতম। এ জাতগুলি উচ্চ ফলনশীল এবং রোগ প্রতিরোধক্ষম। এ জাতগুলি তাপ সহিষ্ণু তাই দেরিতে বপনেও ভাল ফলন দেয়। নতুন জাতগুলি উপযুক্ত ও নাবীতে বপনে ১০% বেশি ফলন দেয়। এ জাতগুলি পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনাভেদে ৩.৫-৫.২ টন/হেক্টর ফলন দিতে পারে। এদের জীবনকাল ১০৫-১১২ দিন। দানা সাদা তাই পুরাতন জাত পরিহার করে নতুন জাত চাষ করে কৃষকেরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন। সম্প্রতি বিএআরআই কর্তৃক আরও দুটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত বারি গম-২৯ ও বারি গম-৩০ উদ্ভাবন করা হয়েছে। অক্টোবর (আশ্বিন-কার্তিক) মাসে গমের জমি তৈরির কাজ শুরু হয়। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে গম বীজ বোনা শুরু হয়। উঁচু ও মাঝারি উঁচু বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে থাকে না, অধিক লবণাক্ত নয় এ রকম জমি গম চাষের জন্য উপযোগী। গম বীজ বপনের পূর্বে পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্রের সাহায্যে জমি চাষ করে নিন। ৪/৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি তৈরি করে নিন। জমিতে সুষম সার সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করুন। এ পর্যায়ে প্রতি একর জমিতে ইউরিয়া প্রথম প্রয়োগের সময় ৬০/৭০কেজি এবং জিপসাম ৪৫/৫০ কেজি ব্যবহার করুন। চাষের আগে হেক্টরপ্রতি ৩-৪ টন গোবর/কম্পোস্ট সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন। হেক্টরপ্রতি ১২০ থেকে ২৪০ কেজি বীজ সমানভাবে ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করুন। গমের চারা তিন পাতা বিশিষ্ট হলে হেক্টরপ্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করুন। গমের বয়স যখন ৫৫-৬০ দিন অর্থাৎ গমের শীষ বের হওয়ার সময় ক্ষেতে একটি সেচ দিতে পারেন। এতে গমের ফলন বৃদ্ধি পাবে। এ সময় ক্ষেতে ইঁদুরের উপদ্রব হলে দমন অত্যন্ত জরুরি। জমির আইল পরিষ্কার করা, গর্তে পানি ঢালা, ধোঁয়া দিয়ে ফাঁদ পাতা বা রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে ইঁদুর দমন করা যেতে পারে।

আলু: ভাতের বিকল্প খাবার হিসেবে এখন আলুকে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে আবাদি এলাকার বিবেচনায় গমের পরেই আলুর স্থান। আলুতে সুষম সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। সুষম সার প্রয়োগ করলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত বীজ আলুর গুণগত মান ভাল হয়। গাছে কোন খাদ্যোপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হলে ভাইরাস রোগ নির্ণয় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আলু চাষের জন্য নিম্নোক্তভাবে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পচা গোবর ১০ টন/হেক্টর, ইউরিয়া ৩৫০ কেজি/হেক্টর, টিএসপি ২২০ কেজি/হেক্টর, এমপি ২৬০ কেজি/হেক্টর, জিংক সালফেট ১২ কেজি/হেক্টর, জিপসাম ১২০ কেজি/হেক্টর, বোরিক এসিড কেজি/হেক্টর। এটেল মাটি ছাড়া সব রকম মাটিতেই আলু চাষ হয়। মধ্য-কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বীজ বপনে যত দেরি হবে ফলনে তত দেরি হবে। জমিকে ভালভাবে ৪-৫ বার মই দিয়ে মাটিকে মিহি করে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করুন। পানি সেচের ব্যবস্থা রাখুন। মাঝারি আকারের আলু বীজ ১.৫০ টন/হেক্টর লাগবে।

ভুট্টা: ভুট্টা সারা বছরের খাদ্য, পুষ্টি ও জ্বালানির চাহিদা পূরণ করে। এটি তৃতীয় দানাদার ফসল হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে ভুট্টার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে, ফলে এর আবাদও অনেক বেড়ে গিয়েছে। হাইব্রিড ভুট্টার ফলন অনেক বেশি। তাই হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ করা লাভজনক। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভুট্টার জাত হচ্ছে- বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫, হাইব্রিড ভুট্টা-৭, হাইব্রিড ভুট্টা-৮, হাইব্রিড ভুট্টা-৯, হাইব্রিড ভুট্টা-১০, হাইব্রিড ভুট্টা-১১। জাতভেদে এদের ফলন হেক্টরপ্রতি ৮.০-১০.৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

হাইব্রিড ভুট্টার ফলন বেশি হওয়ায় সারের পরিমান মুক্ত পরাগায়িত ভুট্টার চেয়ে বেশি লাগে। প্রতি হেক্টর জমিতে ইউরিয়া ৫০০-৫৮০ কেজি, টিএসপি ২৬০-৩০০ কেজি, এমপি ১৮৫-২১০ কেজি, জিপসাম ২১০-২৩৫০ কেজি, জিংক সালফেট ১২-১৫ কেজি, বরিক এসিড ৫-৮ কেজি এবং গোবর সার ৪.৫-৫.০ টন প্রয়োজন হবে।

বাড়ির আশেপাশে সামান্যতম উঁচু পতিত জায়গা যদি থাকে যেখানে রোদ পড়ে, সেখানে শাকসবজি চাষাবাদের পাশাপাশি নিজেদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ফসলাদির সাথে বিভিন্ন জাতের ফলমূলের চাষ সম্প্রসারণে আরও বিশি উদ্যোগী হতে হবে। দেশকে ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং দারিদ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

সবজি: সুস্থ সবল জীবনের জন্য প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের সবজি খাওয়া অপরিহার্য্য। পুষ্টি চাহিদা মেটানো ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল সবজিগুলোর জাত সম্পর্কে জেনে নেয়া দরকার।

মুলা: মুলা বপনের সময় মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-নভেম্বর।

বারি মুলা-১: উচ্চ ফলনশীল জাত। মুলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতি। পাতায় শুং থাকে না বলে শাক হিসেবে খাওয়া যায় এবং বোনার ৪০-৫০ দিন পর থেকেই সংগ্রহ করা যায়।

বারি মুলা-২ (পিংকী): মুলা নলাকৃতি এবং লালচে রংঙ্গের, পাতায় শুং থাকে না। খেতে সুস্বাদু এবং একটু ঝাঁকালো। ৪০-৫০ দিন পর সংগ্রহ করা যায়, তবে ৭০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব।

বারি মুলা-৩ (দ্যুতি): এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধী। ৪০-৫০ দিনের মধ্যেই খাবার উপযুক্ত হয়।

বারি মুলা-৪: নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের। বাংলাদেশের সর্বত্র জাতটি চাষ করা যায়। পাতা খাঁজকাটা বিশিষ্ট (জাপানিজ মিনো আরশি টাইপ)। প্রতিটি মুলার গড় ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম। জীবনকাল ৬০-৭০ দিন। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।

টমেটো: টমেটোর উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে বারি টমেটো-২ (রতন), বারি টমেটো-৩ এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৮৫-৯০ টন।

বারি টমেটো-৪ ও বারি টমেটো-৫ উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে বর্ষা মৌসুমে ফলন হেক্টরপ্রতি ২০-২২ টন পাওয়া যায়। বারি টমেটো-৬ (চৈতি) এবং বারি টমেটো-৯ (লালিমা) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৮৫-৯০ টন। বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ১০০-১০৫ টন। বারি টমেটো-৮ (শিলা) এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৯০-৯৫ টন। উচ্চ

ফলনশীল বারি হাইব্রিড টমেটো-৫, বারি হাইব্রিড টমেটো-৬, বারি টমেটো-১৪, বারি টমেটো-১৫ আবাদ করে বেশি লাভবান হতে পারেন।

ফুলকপি: বারি ফুলকপি-১ (রূপা) বীজ বপনের সময় মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর এবং মধ্য-নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

বাঁধাকপি: বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী) ও বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত) মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর এবং মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর পর্যন্ত বীজ ও চারা রোপণ করা যেতে পারে। ফলন যথাক্রমে হেক্টরপ্রতি ৫০-৬০ টন ও ৫৫-৫৬ টন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন এলাকার জন্য শাকসবজি উৎপাদন মডেলের মাধ্যমে সারা বছর শাকসবজি উৎপাদন সম্ভব। শাকসবজি চাষাবাদের জন্য উঁচু রৌদ্রোজ্জ্বল এবঙ সুনিষ্কাশিত জমি নির্বাচন আবশ্যক। শাকসবজির চারা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে রোপণ করে সুপারিশ অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।